R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

Webel
Computer Training Centre (Under Govt. of West Bengal)

এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা পাবে উন্নতমানের কম্পিউটার শিক্ষা ও সার্টিফিকেট যা Employment Exchange-এ গ্রহণযোগ্য

বাজারপাড়া প্রাঃ স্কুলের পাশে রঘুনাথগঞ্জ, ফোন (০৩৪৮৩) ২৬৬১০৪ মোঃ ৯৭৩২৯১১৮৪০, ৯২৩২৪৫০৬৪১

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

মহীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
৫০ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই বৈশাখ, বুধবার, ১৪১৪ সাল।
২রা মে ২০০৭ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

জেলা নেতৃত্বকে ছাড়তে পারি কিন্তু মহকুমা কংগ্রেসকে ছাড়ব না—মহঃ সোহরাব

নিজস্ব সংবাদদাতা : কংগ্রেসীদের মধ্যে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ প্রকাশ্যে চলে আসছে। জঙ্গিপুর মহকুমা কংগ্রেসের একটা গোষ্ঠীর অভিযোগ—জেলা সভাপতি অধীর চৌধুরী কোন মিটিং না ডেকে, কোন আলোচনা না করে জঙ্গিপুর মহকুমা কংগ্রেস সভাপতি সেখ নিজামুদ্দিনকে ঐ পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে নিয়ে গেলেন। জঙ্গিপুরের দায়িত্ব দিলেন ফরাক্কার বিধায়ক মাইনুল হককে। মহকুমার দুই প্রবীণ নেতা মহঃ সোহরাব ও হাবিবুর রহমানকেও নাকি জেলা কমিটিতে সহ-সভাপতির পদ থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এরপর মহকুমা সভাপতির সঙ্গে কোন আলোচনা না করে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সভাপাত জয়কুমার জৈনকে সরিয়ে দিয়ে ঐ পদের দায়িত্বে আনলেন গোবিন্দপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এ. বি. টি. এ সমর্থক ইমাজুদ্দিন বিশ্বাসকে। একইভাবে অরঙ্গাবাদে হোসেন আলিকে দায়িত্বে এনে ওখানে নতুন বিড়ি ইউনিয়ন চালু করলেন। সব জায়গায় একটা সংঘাত। এই সব কারণে কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ছে।

(শেষ পৃষ্ঠায়)

কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ—জেলা শ্রমিক সমাবেশে শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন

অসিত রায় : ২৩ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি ময়দানে মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি মজদুর এন্ড প্যাকার্স ইউনিয়নের (সি. আই. টি. ইউ) ডাকে বিশাল জনসমাবেশ হয়। সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন শিল্প মন্ত্রী নিরুপম সেন। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন জেলা বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান নৃপেন চৌধুরী, জেলা সিটুর সভাপতি আবুল হাসনাৎ খান, সম্পাদক তুষার দে, চিত্তরঞ্জন সরকার, মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। অনেক পিছিয়ে পড়া এই জেলার বিড়ি শ্রমিকদের নানা সমস্যা আর তার সমাধানের আলোচনার প্রয়োজনে এই সমাবেশের আয়োজন হয়েছিল। শিল্পমন্ত্রী বিড়ি শিল্পের সমস্যা এবং তার সমাধানের বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে নিয়ে এসেছেন সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের জমি অধিগ্রহণের প্রশ্ন। বলেছেন মুর্শিদাবাদ জেলায় শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনে জমি না চাওয়ায় জমি অধিগ্রহণের প্রশ্ন নেই। জেলায় পাটের ফলন যেমন তেমনই রয়েছে উন্নতমানের আম-লিচুর উল্লেখযোগ্য উৎপাদন। রাজ্য সরকার এই জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য সচেষ্ট হলেও (শেষ পৃষ্ঠায়)

হোসেন আলি ডিগবাজি খেয়ে আবার কংগ্রেসে

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলা সিটুর সহ-সভাপতি এবং জেলা মজদুর এ্যান্ড প্যাকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হোসেন আলির নেতৃত্বে প্রায় হাজার তিনেক সিটু সমর্থক আনুষ্ঠানিক-ভাবে কংগ্রেসে যোগ দিলেন গত ২৫ এপ্রিল অরঙ্গাবাদের এক বিশাল জনসভায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সাংসদ অধীর চৌধুরী এবং জেলা বিড়ি শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি সেখ নিজামুদ্দিন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে বাম জমানায় মুসলিমদের সার্বিক উন্নয়নে ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে জেলায় মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে (শেষ পৃষ্ঠায়)

আর ডি এজেন্টের দ্বারা ৬ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিসের আর, ডি এজেন্ট তাপসী দত্তের বিরুদ্ধে পার্টির জমা দিতে দেয়া বা তাদের সই জাল করে পাঁচ থেকে ছ' লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। একজনের চার লক্ষ টাকা ম্যাচুরিটির পর সই জাল করে তুলে নিয়েছেন তাপসী। এইভাবে ফাঁসিতলার গৌতম রায় চৌধুরীর ১১,৬৩৯-০০ টাকা, ফুলতলার রেজাউল করিমের ৩০০ টাকা মাসিক আর ডির (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদোসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : [illegible] ৯৪৩৩০০৭৬৪

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই বৈশাখ বুধবার, ১৪১৪ সাল।

প্রণাম

জঙ্গিপুর সংবাদ-এর প্রতিষ্ঠাতা শরৎচন্দ্র পন্ডিত দাদাঠাকুরের ১২৬-তম জন্মদিন অতিবাহিত হইল। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১৩ই বৈশাখ তিনি ভূমিষ্ঠ হন। ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের এই দিনেই তিনি ইহজগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। আজ তাঁহার স্মৃতি-তর্পণে আমরা বসিয়াছি।

একদা জীর্ণ কুসংস্কারগ্রস্ত আচার সর্বস্ব পল্লীসমাজে যিনি নগ্নপদে বিচরণ করিয়াছিলেন, তিনি পরবর্তীকালে সেই নগ্নপদের দৃঢ় ও বলিষ্ঠ চারণায় মহানগরী প্রকম্পিত করিয়াছিলেন। কথায় ও কাজে ছিল এক মহাআত্মপ্রত্যয়। তাই বিদেশী শাসকের রক্তচক্ষুকেও হেলায় অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছিলেন তিনি। স্বমহিমায় শ্রদ্ধা পাইয়াছেন মতিলাল, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, মানবেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের। সর্বত্রই তিনি ছিলেন এক বিস্ময়। বঙ্গের বিদ্বৎ সমাজের নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন অগাধ ভালবাসা। এ তাঁহার স্বীয় সৃজনীশক্তি ও মননের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার 'বোতলপুরাণ' ও 'বিদূষক'-এর মাধ্যমে তিনি যেমন রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনিই নানাবিধ সামাজিক অন্যায় ও দুর্নীতির জন্য কথার চাবুকে জর্জরিত করিয়াছিলেন তাবৎ জনগণকে, যাঁহারা এই অন্যায় ও দুর্নীতির বেসাতিতে নিরত ছিলেন। তাঁহার চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তথাপি তিনি অন্যায়ের সহিত আপোষ করেন নাই। তাঁহার মানসসন্তান 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় তাঁহার নির্ভীক লেখনীর দ্বারা তিনি অশ্রান্তভাবে তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ব্যক্তি জীবনেও তিনি ছিলেন মরমী ও দরদী। নিজ দারিদ্রকে তিনি যেমন শান্ত-চিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি দরিদ্রের দুঃখকষ্টে তিনি অভিভূত হইতেন।

দাদাঠাকুরের ~~১২৬-তম~~ জন্মবার্ষিকীতে আমরা তাঁহার কর্মনিষ্ঠা, সত্যসন্ধতা ও মরমী হৃদয়ের প্রতি জানাই প্রণতি। আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। তাঁহার আদর্শ বর্তিকালোক আমাদের পাথেয় হোক।

রসিক দার্শনিক দাদাঠাকুর

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

কাজি নজরুল ইসলাম দাদাঠাকুরকে 'হাসির অবতার' বলে সম্বোধন করে-ছিলেন। আমার মনে হয় শুধু এই অভিধাতেই দাদাঠাকুরের পূর্ণ পরিচয় মেলে না। তিনি ছিলেন হাস্যরসিক দার্শনিক, যিনি একই সঙ্গে আনন্দ আর জ্ঞান পরিবেশন করতেন।

আমার বাল্যকালে আমার পিতৃদেব নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের মজলিসে প্রায়ই বহু গুণীজনের সমাবেশ দেখেছি। যাঁদের মধ্যে একজন শরৎচন্দ্র পন্ডিত যিনি দাদাঠাকুর নামেই বিখ্যাত ; আর অন্যজন চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, সে যুগে কৌতুকা-ভিনয়ের জন্যে যাঁর রসিক মহলে সমাদর ছিল। গোঁসাইজীর সাজগোজ ছিল পরিপাটী, ধোপদুরস্ত বাবুদের মত। তাঁকে বলা যায় কৌতুকী বা কমেডিয়ান। তাঁর হাস্যরসের প্রধান উৎস ছিল বাক্য, আকার আর ভঙ্গিমার বিকৃতি। আমরা তাঁর মজার মজার মুখভঙ্গী দেখে আনন্দ পেতুম। তিনি মাথায় ঘোমটা দিয়ে কটাক্ষ হেনে মেয়েলি গলায় গান ধরেন, 'এবার মলে বাইজী হব, গোঁসাইজী আর হব না।' আমরা সবাই প্রাণ খুলে হাসুম। চটপট সরস কথা তাঁর মুখ থেকে শোনা যেত। আমাদের বাড়ীতে একটা মস্ত বড় চৌবাচ্চা ছিল, যেটাকে দেখে তিনি একদিন বললেন, 'এটা চৌবাচ্চা কে বলে ? এ ত দেখছি চৌধাড়ি !' গোঁসাইজীর চিত্র মুখভঙ্গীর ছবি সে সময়ে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হত।

কিন্তু দাদাঠাকুর ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তাঁর মোটেই বাবুয়ানা ছিল না। তাঁর খালি পা, খালি গা, পরনে শুধু ছোট ধুতি আর চাদর, চোখ দুটি সর্বদা কৌতুকে উজ্জ্বল। কলকাতার বাবু সমাজে তিনি ছিলেন এক মূর্তিমান গ্রামীণ প্রতিবাদ। তবু তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরসের লোভে সেই সমাজ তাঁকে আপনার করে নিয়েছিল শুধু কৌতুক পাবার জন্যে নয়, আত্মসমালোচনা শুনে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যেও। তাঁর সরস গান বা উক্তির আবেদন ছিল বহুলাংশে বুদ্ধিগ্রাহ্য, তাঁর রচনা ছিল সর্বপ্রকার দুর্নীতি আর কদাচারের প্রতি কৌতুক মিশ্রিত তিরস্কার। চলিত বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজিতে তিনি মুখে মুখে ছড়া বানাতে পারতেন। যে সব ছড়ায় ছিল ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও প্রতিবাদ। দু'চারটি উদাহরণ দেওয়া যাক্।

দাদাঠাকুর

আনন্দ বাগচী

শ্বেত উত্তরীয় কাঁধে এসেছিলে হে
রাজভিখারী
নগ্নপদব্রজে একা ঘুরে গেছ অলক্ষ্য
পথিক,
দুর্দিনের বঙ্গদেশ স্থিতপ্রাজ্ঞ দরিদ্র-বান্ধব,
মূর্খ অহঙ্কারে অন্ধ, লুব্ধ নষ্ট
মানুষের দল
চেনেনি তোমাকে। তুমি ঋষিকল্প
সাগ্নিক ব্রাহ্মণ
সংসারের শোক তাপ, সীমাহীন বিঘ্ন
প্রলোভন
পদাতিক সৈনিকের মত পার হয়ে
চলে গেলে,
সহাস্য কৌতুকে সব ঈর্ষা, হিংসা,
ক্ষুদ্র আচরণ
চরিত্রহীনতা তুমি নস্যাৎ করেছ উপহাসে
তোমার মধুর হুল্ মুহুর্মুহু বিঁধেছে
দুর্জনে।
তোমার জীবন সে তো সরলসত্যের
জয়গান
কার সাধ্য আছে ভাঙে রিক্ত মানুষের
মনোবল,
তুমি ছিলে মহীরুহ খর্বকায়
বামনের দেশে ॥

'জানিস আমাদের স্কুল সরকারী সাহায্য পায়। গভর্ণমেন্ট এডেড (Government aided)।' দাদাঠাকুর বললেন, 'জানি স্যার। A dead school.' ছাত্রের মুখে সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত নিষ্প্রাণ বিদ্যায়তনের কি নির্মম সমালোচনা। 'বিদূষক' পত্রিকার Editor কে তিনি লিখছেন Aid-eater। অনেক পত্রিকা সম্পাদক সম্পর্কে তাঁর যে ব্যাঙ্গোক্তি, এ সম্পর্কে টীকা নিষ্প্রয়োজন। এই রকম তাঁর 'বোতল পুরাণে' মদিরামাহাত্ম্যে মদ্যপদের সম্পর্কে ব্যাজস্তুতি, টাকার অষ্টোত্তর শতনামে কাঞ্চনকৌলীন্যকে ব্যঙ্গ, ভোটামৃতে গণতন্ত্রে ভোট দানের পদ্ধতির সমালোচনা, বীণাপাণির নিকট দানাপানির আব্দারে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতা ; কখনও পুরানো হবে না এই সব রচনা।

দাদাঠাকুর তদানীন্তন ইংরেজ লাট-সাহেবকেও ইংরেজী ছড়ায় দেশের দুঃখের কথা শুনিয়ে দিতে ভয় পাননি। তিনি বললেন,

'এ রিভার ফ্লোজ স্ট্যাগ্‌ন্যান্ট স্ট্রীম
ফর দি এক্সপেরিমেন্ট অব্ ড্রেনেজ স্কীম,
ইওর এ্যাক্সেলেন্সি ইজ স্পেনডিং মাচ্
টু কীপ আস্ অ্যালাইভ উইথ লাভিং টাচ্।'

(৩য় পৃষ্ঠায়)

খোকার ইচ্ছে

শীলভদ্র সান্যাল

তোর কাছে মা গল্প শুনে ইচ্ছে যে হয় বড়
ওনার মতন রাখব মা গোঁফ যখন হব বড়।
হাঁটুর ওপর পরব কাপড়, ঘুরব খোলা গায়ে
ট্যাঁকে গুঁজে এক পয়সা হাঁটব খালি পায়ে
নাকের ওপর উঁচিয়ে মা তা বলব জনে জনে—
দাদাঠাকুর হ'তে আমার সাধ গিয়েছে মনে।
ভুরুক ভুরুক ধোঁয়া ছেড়ে তেমনই হুঁকো খাব
দেখতে কেমন মজা হবে, বারেক তুমি ভাব !
উচিত-কথা শুনিয়ে দেব মুখের 'পরে সোজা
দাদাঠাকুর হলাম কি না, তখন যাবে বোঝা !
পেতাম যদি নলেনদাদু দেশের প্রয়োজনে
দাদাঠাকুর হতাম তবে, সাধ জাগে মোর মনে।
তাঁর মত মা যদি আমার 'পন্ডিত প্রেস' থাকত
ঘোমটা দিয়ে বৌটা আমার কালিঝুলি মাখত !
হপ্তা শেষে রেলে চড়ে কলকাতাতে যেতাম
'বিদূষক'টা বেচে সেদিন পয়সা দুটো পেতাম
মান রাখতাম কারও বাড়ি ব্রাহ্মণ ভোজনে
দাদাঠাকুর হতাম যদি, সাধ জাগে মোর মনে।
কথার প্যাঁচে আমার কাছে সবাই মাগো হারত
শিক্ষা পেয়েও তবু তারা না হেসে কি পারত ?
মধুমাছির মত সবে আমায় ঘিরে জুটত
ভেতর থেকে কোথা হ'তে রসের বুলি ছুটত
মরত না তো সে রস শত অভাব অনটনে
দাদাঠাকুর হতাম যদি, সাধ জাগে মোর মনে।
মুখে মুখে গান বেঁধে মা তাক লাগিয়ে দিতাম !
সভার মাঝে সবার আমি মনটা জিতে নিতাম !
বুঝিয়ে দিতাম পোষাক দেখে যায়না বোঝা কারে
জব্দ করে দিতাম মাগো টিকেট-কালেকটারে
ছড়া লিখে রঙ লাগাতাম ভোটের আমন্ত্রণে
দাদাঠাকুর হতাম যদি, সাধ জাগে মোর মনে।
আমার কথা শুনে মাগো, হাসছ তুমি কত !
দাদাঠাকুর যায়না হওয়া চেষ্টা করে শত !
গল্প কথার নায়ক ছিলেন, সবাই নাকি বলে,
অমন মানুষ হয় একটা, অনেক পুণ্যফলে !
আমার-ইচ্ছে আমার থাকুক, বুকের গোপন কোণে
'দাদাঠাকুর' হ'তে বাধা নাই তো মনে মনে ॥

হাসির কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে যায় দা-ঠাকুরকে। দা-ঠাকুর মানে শরৎ পন্ডিত মশাই। যিনি কলকাতাকে 'কেবল ভুরে ভরা 'দেখেছেন'—সঙ্গে সঙ্গে হয়তো জগৎ সংসারকেও। নিমতলাঘাটের নিমগাছটার কথা যিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন অবিরত। মাঝে মধ্যে আসতেন কল্লোলের দোকানে। কথার পিঠে কথা বলার অপূর্ব দক্ষতা ছিল। আর সে সব কথার চাতুরী যেমন মাধুরীও তেমনি। তাঁর হাসির নীচে একটি প্রচ্ছন্ন দর্শন বেদনা ছিল। যে বেদনা জন্ম নেয় পরিচ্ছন্ন দর্শনে। খালি গায়ে একটি চাদর জড়িয়ে আসতেন। প্রচন্ড শীত ; খালি গায়ের উপরে তেমনি একখানি পাতলা চাদর দা-ঠাকুরের। কে যেন জিজ্ঞেস করল আশ্চর্য হয়ে, এই একটা সামান্য চাদরে শীত মানে। ট্যাঁক থেকে একটা পয়সা বার করলেন দা'ঠাকুর বললেন, পয়সার গরম ! চৌষট্টি দিন রোগ ভোগের পর তাঁর একটা ছেলে মারা যায়। যেদিন মারা গেল সেদিনই দা'ঠাকুর "কল্লোলে" এলেন।

বললেন—'চৌষট্টি দিন ড্র রেখেছিলাম আজ পেনাল্টিকে গোল দিয়ে দিলে।'

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দেবত্ব সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হলেও তার টাকা সেবাইত পাননি বলে অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রত্যেক বছরের মত এবারও সাগরদীঘির মনিগ্রামে গত ২৪ থেকে ২৮ মার্চ সাড়ম্বরে বাসন্তী পুজো হয়ে গেল। বহু প্রাচীন এই পুজোকে ঘিরে এখানে মেলা বসে। চিত্ত বিনোদনের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। আশপাশের বহু মানুষ প্রতিমা দর্শনের সাথে সাথে টুকটাক কেনাকাটাও করেন। বাসন্তী প্রতিমার সেবাইতের অভিযোগ— সাগরদীঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজনে এলাকার বহু জমির মালিক জমি দিয়ে প্রাপ্য টাকা পেয়ে গেছেন, অথচ দেবত্ব সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন টাকা সেবাইত পাননি। এর ফলে পরবর্তীতে বাসন্তী প্রতিমা নির্মাণ বা পুজোর যাবতীয় খরচ চালাতে সমস্যা দেখা দেবে বলে এলাকাব কেউ কেউ মন্তব্য করেন।

দার্শনিক দাদাঠাকুর (২য় পৃষ্ঠার পর)

সরকারী স্থুল হস্তাবলেপের উৎপাত থেকে জনসাধারণ আজও মুক্তি পায়নি।

দাদাঠাকুর ভগবানের সঙ্গেও রসিকতা করতে ছাড়েননি। নিজের এক মৃত পুত্রকে চিতায় শুইয়ে তিনি গান ধরলেন—

'তোমার দেওয়া, তোমার নেওয়া
আমার এতে কি লোকসান ?
দত্তাপহারী হোলে যে
নিলে জিনিস করে দান।'

এই কথা যাঁর মুখ দিয়ে স্বচ্ছন্দে বেরয় তিনিই ত প্রকৃত দার্শনিক। এইখানেই দাদাঠাকুরের বিশেষত্ব। তিনি যদি শুধুই পরিহাসপ্রিয় বা কৌতুককারী হতেন, তবে অনেক আগেই লোকে তাঁকে ভুলে যেত। কিন্তু আনন্দের সঙ্গে তিনি জ্ঞান বিতরণ করেছেন, দুর্নীতি আর ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছেন, তাই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন, থাকবেন অনেক শতাব্দী ধরে।

বামফ্রন্ট সরকারের গৌরবময়

৩০ বছর

পিছিয়ে পড়া মানুষের সার্বিক অগ্রগতি

অনগ্রসর শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে বামফ্রন্ট সরকার। সরকারি কৃষিজমি, বাস্তুজমি হস্তান্তরের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা এবং সরকারি-আধা সরকারি চাকরিতে আসন সংরক্ষণও অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এদের উন্নয়নে রাজ্য সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক সংখ্যা ঃ / ২৮৮(২১) তথ্য/মুশিঃ তাং ২০/০৪/০৭

ধুলিয়ানে যৌন কর্মী খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুর এলাকার কলাবাগানে চালু থাকা পতিতালয়ে জনৈকা যৌন কর্মী সালমা বিবি গত ২১ এপ্রিল খুন হয়। অসিত ঘোষ নামে এক মদ্যপ ঘটনার দিন রাত ৮-৩০ নাগাদ পতিতালয়ে সালমার ঘরে ঢুকে হুজ্জৎ করে। সালমা বাধা দিতে গেলে অসিতের ভোজালীর আঘাতে সে ঘটনাস্থলে মারা যায়। সহযোগীকে বাঁচাতে এসে শান্তি নামে আর এক যৌন কর্মী ভোজালীর আঘাতে গুরুতর আহত হয়। তাকে আশংকাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ডিগবাজি খেয়ে আবার কংগ্রেসে (১ম পৃষ্ঠার পর)

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা খোলার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে এবং কৃষক হত্যার প্রতিবাদে তারা সি. পি. এম দল ত্যাগ করলেন বলে সভায় জানান। ঐ দিন সকালে ফরাক্কার এন. টি. পি. সি.-র গেটে এক সমাবেশে সি. পি এম. দলত্যাগীদের স্বাগত জানান অধীর চৌধুরী, বিধায়ক মইনুল হক, শ্রমিক নেতা অসীম মাইতি, রবীন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। অরঙ্গাবাদের জনসভায় দলত্যাগপর্ব পূর্ণতা পায় ধুলিয়ান পুরসভার প্রাক্তন পুরপিতা সফর আলি, সাগরদীঘি পি. ডি. সি. এল-র শ্রমিক নেতা অজয় চট্টোপাধ্যায়, জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক খায়রুল খন্দেকার প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃত্বের উপস্থিতিতে। উল্লেখ্য, বহুদিনের কংগ্রেস শ্রমিক নেতা হোসেন আলি কয়েক বছর আগে কংগ্রেস থেকে ডিগবাজি খেয়ে সিপিএমে যোগ দেন। এবং সুতী ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হন। পরের নির্বাচনে কংগ্রেস পঞ্চায়েত সমিতি দখল করে নেয়।

শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

যোগাযোগের অভাব এবং যথাযথ বাজারের সম্ভাবনা না থাকায় তা কার্যকর হয়নি। উন্নতমানের আম আজ বিদেশেও পাড়ি দিচ্ছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভাবনা যথেষ্ট। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গে তিনি বিরোধীদের সমালোচনা করে বলেন জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা রাজ্যের উন্নয়নে শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনাকে অনেক পিছিয়ে দেবে। অন্যান্য বক্তারা রাজ্যের মেহনতি মানুষের সমর্থনে যেমন শিল্প স্থাপনের কথা বলেন তেমনই জোর-জবরদস্তির পরিবর্তে গঠনমূলক আলোচনার মধ্যে রাজ্যের উন্নয়নে বিরোধীদের সদর্থক ভূমিকার উপর জোর দেন। দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপে কলকাতায় জেলার বিড়ি শ্রমিকদের জন্য গত ৫ জুলাই ২০০৫-এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তা এখনও কার্যকরী হয়নি। রাজ্যের শিল্পায়ন বিরোধী সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে চুক্তি কার্যকরী করতে আন্দোলন ছাড়া কোন পথ নেই।

আফিডেবিট

আমি মেহেরা বিবি, স্বামী হাবিবুর সেখ, গ্রাম বরজুমলা, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ। এল, আই, সি, আই পলিসিতে (নং৪২৩৫৮৭৭৩৩) ভুলবশতঃ মেহেমা বিবি, স্বামী হাবিবুর রহমান হওয়ায় গত ২৬ এপ্রিল ২০০৭ জঙ্গিপুর জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ফার্স্ট কোর্টে আফিডেবিট করে আমি মেহেরা বিবি, স্বামী হাবিবুর রহমান প্রমাণিত হলাম।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কংগ্রেসকে ছাড়ব না (১ম পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেসীদের দ্বন্দ্ব আর কোন্ পর্যায়ে এসে দাঁড়াবে এই নিয়ে কংগ্রেসীদের মধ্যে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়ে গেছে। প্রণববাবুকে সমস্ত ঘটনা জানানোও হয়েছে। তার প্রেক্ষিতে ২৭ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জে কংগ্রেস দপ্তরে মাইনুল হকের আহ্বানে এক জরুরী সভা ডাকা হয়। ঐ সভায় মহঃ সোহরাব পরিষ্কার জানান—'জেলা নেতৃত্বকে ছাড়তে পারি, কিন্তু মহকুমা কংগ্রেসকে ছাড়ব না। জঙ্গিপুর মহকুমায় কংগ্রেসী রাজনীতিতে আমার থেকে অভিজ্ঞ এখন কে আছে।' ঐ সভায় যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সমিরুদ্দিন বিশ্বাস ক্ষোভের সঙ্গে জানান—অধীর চৌধুরী একদিন উপহাস করে অতীশবাবুর দলকে 'কালিদাস কংগ্রেস' আখ্যা দিয়েছিলেন। আজ তিনি নিজে কোন্ 'কালিদাস কংগ্রেস এর জন্ম দিচ্ছেন।' অধীর চৌধুরীর তুঘলকি মনোভাবের প্রতিবাদ জানান সমীর। রঘুনাথগঞ্জ-২ এ ও একটা সভা হয়। এই পরিস্থিতিতে অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বের ওপর বিরূপ হয়ে এখানকার একটা বড় গোষ্ঠী নাকি রাজীব মঞ্চের ছত্রছায়ায় আসার বাসনা প্রকাশ করেন। আবার এও শোনা যাচ্ছে, জেলা নেতৃত্বকে উপেক্ষা করে জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জীর নেতৃত্বে এখানে মহকুমা কংগ্রেস দল চালু করা নিয়েও কেউ কেউ মতপ্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ইমাজুদ্দিন বিশ্বাসের বক্তব্য, 'আমার সঙ্গে ফোনে জেলা সভাপতি অধীর চৌধুরীর কথা হয়। তাঁর নির্দেশে আমি ২৬ এপ্রিল বহরমপুর যাই। ওখানে তিনি আমার হাতে রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের সভাপতির লিখিত দায়িত্ব দেন। ২৭ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ পার্টি অফিসে এক সভায় মহকুমা সভাপতি মাইনুল হকও আমার নাম ঘোষণা করেন। ইমাজুদ্দিন আরো জানান, 'আমি দীর্ঘ ২১ বছর রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লক এলাকায় একটা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে আছি। আমার বহুল পরিচিতিই প্রমাণ করবে ঐ এলাকায় কতটা আমি জনপ্রিয়। অধীরবাবু যোগ্য বিবেচনা করেই আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে আমার নামও এসেছিল।'

আত্মসাতের অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

চার মাসের টাকা, রেজাউলের কাকার ম্যাচিওর হয়ে যাওয়া ১,৪১-০০০ টাকা জালিয়তি করে উঠিয়ে নেন। যদিও নিয়ম কুড়ি হাজারের বেশী টাকা হলে চেকে পেমেন্ট দেয়া। কিন্তু এখানে সে সব নিয়ম মানা হয়নি। তাই স্বাভাবিকভাবে তাপসীর দুর্নীতির সঙ্গে হেড পোষ্ট অফিসের কোন কোন কর্মীর নাম চলে আসছে। আরোও জানা যায়, তাপসীর স্বামী মিহির দত্ত জঙ্গিপুর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসের একজন কপি রাইটার। সেই সুবাদে ঐ অফিসেরও বহু কর্মীর টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের স্মল সেভিংস অফিসারের কাছে আর ডি এজেন্ট তাপসী দত্তের বিরুদ্ধে প্রচুর টাকা আত্মসাতের লিখিত অভিযোগ এনেছেন বেশ কয়েকজন। এছাড়া পোষ্টাল সুপারিনটেনডেন্টের কাছেও ভিজিলেন্স তদন্ত দাবী করেছেন অনেক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ।

আফিডেবিট

আমি দুলাল সেখ, সাং পানানগর, পোঃ রামদেবপুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ। এল, আই, সি, আই পলিসিতে (নং ৪২৪০৫৯০৩০) ভুলবশতঃ আমার নাম আবদুল হক করা হয়। আবদুল হক ও দুলাল সেখ একই ব্যক্তি প্রমাণে গত ৫/৩/০৭ জঙ্গিপুর জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ফার্স্ট কোর্টে আফিডেবিট করলাম।